কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 FEB 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া নিয়ে মন্ত্রণালয়ে বৈঠক

১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বন্ধের চিন্তাভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া ১২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের চিন্তা-ভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আরো ২০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মোট ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিগগিরই কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হবে।

গতকাল রবিবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত হয়।

সভা সূত্রে জানা যায়, মোট ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময়সীমা পার হয়েছে। তবে এরই মধ্যে ১৯টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেছে। বাকি ৩২টির মধ্যে ১২টি ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ওই সব প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের চিন্তা-ভাবনা চলছে। আর বাকি ২০টি যাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসের কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়, সেগুলোকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে আলোচনা হয়েছে। তবে ৩২টির সবটিকেই প্রথমে শোকজ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সভা শেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হালনাগাদ অবস্থা আমাদের কাছে আছে। আমরা তা পর্যালোচনা করছি। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সবাইকে আইনের অধীনে আসতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্যই কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথমে আমরা তাগিদ দেব। তাতে কাজ না হলে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গত বছর জানুয়ারিতে সময়সীমা দেওয়ার পর ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র সাতটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেছে। বাকি ৩২টির কোনোটি জমি কিনেছে, কোনোটি আংশিক কার্যক্রম শুরু করেছে স্থায়ী ক্যাম্পাসে। আবার এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা বললেও কার্যক্রম ভাড়া বাড়িতে চালিয়েই যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে ২০১০ সাল থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন পর্যন্ত ছয়বার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালেও সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সর্বশেষ দেওয়া সময় শেষ হয়েছে গত ৩১ ডিসেম্বর।